নং-হাব/হঃপ্যাঃঘোঃ/প্রেস ব্রিফিং/২০২৬/৩৩৪ তারিখঃ ২২ জুলাই, ২০২৬

বিস্মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজ ২০২৭ (১৪৪৮ হিঃ) ঘোষণা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

তারিখ ঃ ২২ জুলাই, ২০২৬, বুধবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকা
হোটেল ভিক্টোরী, সাঙ্গু ব্যাংকুইট হল, ভিআইপি রোড, নয়াপল্টন, ঢাকা।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য 'হাব' এর পক্ষ থেকে সকল গণমাধ্যমকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। হজ প্যাকেজ মূল্য ঘোষণাসহ হজ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি, বিশেষ করে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমণেচ্ছু সম্মানিত হজযাত্রীদের অবহিত করার লক্ষ্যে আজকের এ সংবাদ সম্মেলন। আপনাদের বহুল প্রচারিত গণমাধ্যমে প্রচারের উদ্দেশ্যে হাব কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আপনাদের মাধ্যমে সম্মানিত হজযাত্রী ও বাংলাদেশের সকলকে অবহিত করছি।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৫ই মে ২০২৭ খ্রিঃ/৯ জিলহজ ১৪৪৮ হিজরি সনের পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এ বৎসর সর্বমোট ১,২৭,১৯৮ জন (সম্ভাব্য) হজযাত্রী হজব্রত পালন করবেন।

সৌদি পর্বের চূড়ান্ত ব্যয়ের হিসাব না পাওয়ায় বিগত বছরের ব্যয়ের ধারাবাহিকতায় সম্ভাব্য খরচ হিসাব করে হজ প্যাকেজ প্রণয়ন করা হলো। পরবর্তীতে রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক কোন খাতে খরচ বৃদ্ধি/হ্রাস করা হলে প্রযোজ্য খাতের বর্ধিত/হ্রাসকৃত ব্যয় প্যাকেজ মূল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে তা পরিশোধ করতে হবে। এ বছর কুরবানির অর্থ নুসুক মাসার প্ল্যাটফর্মে পরিশোধ বাধ্যতামূলক হওয়ায় বেসরকারি মাধ্যমের প্যাকেজে কুরবানির অর্থ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সকল প্যাকেজে খাবারও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য ০৩টি হজ প্যাকেজ করা হয়েছে। **প্যাকেজ সমূহ:** (০১) **হজ প্যাকেজ-০১ (বিশেষ)** সর্বমোট মূল্য: **৭,৯১,০৬০.২২ (সাত লক্ষ একানব্বই হাজার ষাট টাকা বাইশ পয়সা)**, (০২) **হজ প্যাকেজ-০২ (সাধারণ)** সর্বমোট মূল্য: **৫,৯৫,৫৮০.২৮ (পাঁচ লক্ষ পচানব্বই হাজার পাঁচশত আশি টাকা আঠাশ পয়সা)** ও (০৩) **হজ প্যাকেজ-০৩ (সাশ্রয়ী)** সর্বমোট মূল্য: **৫,১৩,৫৪৫.০৬ (পাঁচ লক্ষ তের হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ টাকা ছয় পয়সা)** নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও এজেন্সিসমূহ হজযাত্রীর চাহিদা অনুযায়ী আরও ০১টি **অতিরিক্ত বিশেষ প্যাকেজ** নির্ধারণ করতে পারবেন।

প্যাকেজের বিভাজনসমূহ নিম্নরূপ ঃ **০১ সৌদি রিয়াল = ৩৩.২০ টাকা**। (বিঃ দ্রঃ পরবর্তীতে সৌঃ রিঃ রেটে কোন পরিবর্তন আসলে তা প্যাকেজ মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে)।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনার "হজ প্যাকেজ-০১ (বিশেষ)"

ক্রঃ নং	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
১	মক্কা ও মদিনায় হোটেল ভাড়া (মূল ভাড়া+অতিরিক্ত ২%)+১৭.৫০% ভ্যাট): (ক) মক্কা (৭৬০০.০০+১৫২.০০)=৭৭৫২.০০+১৩৫৬.৬০=৯১০৮.৬০ সৌ.রি. (খ) মদিনা (২১০০.০০+৪২.০০)=২১৪২.০০+৩৭৪.৮৫=২৫১৬.৮৫ সৌ.রি.	১১,৬২৫.৪৫	৩,৮৫,৯৬৪.৯৪
২	পরিবহন ব্যয় (বাস+ট্রেন, সৌদি আরবে গমনের পর হতে প্রত্যাগমন পর্যন্ত)	১,২৯৮.৯০	৪৩,১২৩.৪৮
৩	জমজম পানি (পাঁচ লিটার বোতল)	২১.০০	৬৯৭.২০
৪	সার্ভিস চার্জ: মিনা ও আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) গ্রাউন্ড সার্ভিস, নুসুক কার্ড ইত্যাদি বাবদ সার্ভিস চার্জ **(তাঁবুর সার্ভিস প্যাকেজ-৩)**	৩,২০০.০০	১,০৬,২৪০.০০
৫	তাঁবু ভাড়া/ক্যাম্প ফি **(মিনা জোন-৩)**	৩১৫.০০	১০,৪৫৮.০০
৬	কুরবানী (সৌদি নুসুক মাসার প্ল্যাটফর্মে পরিশোধযোগ্য)	৭২০.০০	২৩,৯০৪.০০
৭	মক্কা/মদিনায় অনুমোদিত ক্যাটারিং (খাবার) সার্ভিস	১,৪৮০.০০	৪৯,১৩৬.০০
৮	অন্যান্য ফি: (ক) ভিসা ফি : ৩০০.০০ সৌ.রি. (খ) স্বাস্থ্য বীমা ফি: ১০৫ সৌ.রি. (গ) ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (ঘ) শিপিং ও ইন্সুরেন্স ফি: ১৩৫.৭০ সৌ.রি.	৬০০.৫০	১৯,৯৩৬.৬০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপ-মোট:	**১৯,২৬০.৮৫**	**৬,৩৯,৪৬০.২২**

সাত্তারা সেন্টার, ১৬তম তলা, ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০
Sattara Center, 15th Floor, 30/A, Nayapaltan, VIP Road, Dhaka-1000
Tel: 58317030, 222228867, 222220868, E-mail: haab01bd@gmail.com, Website: www.haabbd.com

	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:	
১	বিমান ভাড়া: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ	১,৩০,০০০.০০
২	সার্ভিস চার্জ: আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ ও আইটি সার্ভিস ইত্যাদি	৮০০.০০
৩	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল	৩০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি	৫০০.০০
৫	হজ ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও অন্যান্য খরচ	৮,০০০.০০
৬	হজ গাইড	১২,০০০.০০
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপ-মোট:	১,৫১,৬০০.০০
	সৌদি ও বাংলাদেশ পর্বের সর্বমোট ব্যয়:	৭,৯১,০৬০.২২
	সর্বমোট কথায় ঃ সাত লক্ষ একানব্বই হাজার ষাট টাকা বাইশ পয়সা	

বেসরকারি ব্যবস্থাপনার "হজ প্যাকেজ-১ (বিশেষ)" বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাদি :

(ক) মক্কায় হারাম শরীফের বহি:চত্তর হতে হোটেলের দূরত্ব ৬০০ মিটারের মধ্যে উন্নত মানের হোটেল।
(খ) মদিনায় মারকাজিয়া এলাকায় ৩০০ মিটারের মধ্যে উন্নত মানের হোটেল।
(গ) খাবার ও কুরবানি প্যাকেজের অন্তর্ভূক্ত।
(ঘ) মিনার জোন-৫ এ তাঁবুর অবস্থান ও মিনা-আরাফায় 'তাঁবুর সার্ভিস প্যাকেজ-৩' ক্যাটিগরিসহ মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার সরবরাহ।
(ঙ) মক্কার হোটেল বা বাড়ী হতে মিনার তাঁবুতে এবং মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা-মিনা বাস/ট্রেনযোগে যাতায়াত।
(চ) এটাচড্ বাথসহ মক্কা ও মদিনায় হোটেলের প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৪/৫ জনের আবাসন।
(ছ) কক্ষে/ফ্লোরে রেফ্রিজারেটর ও পানির জারের ব্যবস্থা থাকবে।
(জ) রুম/বাথরুম/টয়লেট ইত্যাদি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন হোটেল কর্তৃপক্ষ করবে। হ্যান্ড ওয়াশ/টয়লেট পেপার হোটেল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করবে।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনার "হজ প্যাকেজ-০২ (সাধারণ)"

ক্রঃ নং	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
১	মক্কা ও মদিনায় হোটেল ভাড়া (মূল ভাড়া+অতিরিক্ত ২%)+১৭.৫০% ভ্যাট): (ক) মক্কা (৩৮০০.০০+৭৬.০০)=৩৮৭৬.০০+৬৭৮.৩০=৪৫৫৪.৩০ সৌ.রি. (খ) মদিনা (১২০০.০০+২৪.০০)=১২২৪.০০+২১৪.২০=১৪৩৮.২০ সৌ.রি.	৫,৯৯২.৫০	১,৯৮,৯৫১.০০
২	পরিবহন ব্যয় (বাস+ট্রেন, সৌদি আরবে গমনের পর হতে প্রত্যাগমন পর্যন্ত)	১,২৯৮.৯০	৪৩,১২৩.৪৮
৩	জমজম পানি (পাঁচ লিটার বোতল)	২১.০০	৬৯৭.২০
৪	সার্ভিস চার্জ: মিনা ও আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) গ্রাইন্ড সার্ভিস, নুসুক কার্ড ইত্যাদি বাবদ সার্ভিস চার্জ **(তাঁবুর সার্ভিস প্যাকেজ-৩)**	৩,২০০.০০	১,০৬,২৪০.০০
৫	তাঁবু ভাড়া/ক্যাম্প ফি **(মিনা জোন-৩)**	৩১৫.০০	১০,৪৫৮.০০
৬	কুরবানী (সৌদি নুসুক মাসার প্ল্যাটফর্মে পরিশোধযোগ্য)	৭২০.০০	২৩,৯০৪.০০
৭	মক্কা/মদিনায় অনুমোদিত ক্যাটারিং (খাবার) সার্ভিস	১,২২৫.০০	৪০,৬৭০.০০
৮	অন্যান্য ফি: (ক) ভিসা ফি : ৩০০.০০ সৌ.রি. (খ) স্বাস্থ্য বীমা ফি: ১০৫ সৌ.রি. (গ) ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (ঘ) শিপিং ও ইন্সুরেন্স ফি: ১৩৫.৭০ সৌ.রি.	৬০০.৫০	১৯,৯৩৬.৬০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপ-মোট:	**১৩,৩৭২.৯০**	**৪,৪৩,৯৮০.২৮**

	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:	
১	বিমান ভাড়া: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ	১,৩০,০০০.০০
২	সার্ভিস চার্জ: আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ ও আইটি সার্ভিস ইত্যাদি	৮০০.০০
৩	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল	৩০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি	৫০০.০০
৫	হজ ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও অন্যান্য খরচ	৮,০০০.০০
৬	হজ গাইড	১২,০০০.০০
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপ-মোট:	১,৫১,৬০০.০০
	সৌদি ও বাংলাদেশ পর্বের সর্বমোট ব্যয়:	৫,৯৫,৫৮০.২৮
	সর্বমোট কথায় ঃ পাঁচ লক্ষ পচানব্বই হাজার পাঁচশত আশি টাকা আঠাশ পয়সা	

সাত্তারা সেন্টার, ১৬তম তলা, ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০
Sattara Center, 15th Floor, 30/A, Nayapaltan, VIP Road, Dhaka-1000
Tel: 58317030, 222228867, 222220868, E-mail: haab01bd@gmail.com, Website: www.haabbd.com

বেসরকারি ব্যবস্থাপনার "হজ প্যাকেজ-০২ (সাধারণ)" বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাদি :

(ক) মক্কায় হারাম শরীফের বহি:চত্ত্বর হতে হোটেলের দূরত্ব ০১ কি.মি. হতে ০১.২ কি.মি মধ্যে।
(খ) মদিনায় মারকাজিয়া এলাকায় আবাসন।
(গ) খাবার ও কুরবানি প্যাকেজের অন্তর্ভূক্ত।
(ঘ) মিনার জোন-৫ এ তাঁবুর অবস্থান ও মিনা-আরাফায় 'তাঁবুর সার্ভিস প্যাকেজ-৩' ক্যাটিগরিসহ মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার সরবরাহ।
(ঙ) মক্কার হোটেল বা বাড়ী হতে মিনার তাঁবুতে এবং মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা-মিনা বাস/ট্রেনযোগে যাতায়াত।
(চ) এটাচড্ বাথসহ মক্কা ও মদিনায় হোটেলের প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৫/৬ জনের আবাসন।
(ছ) কক্ষে/ফ্লোরে রেফ্রিজারেটর ও পানির জারের ব্যবস্থা থাকবে।
(জ) রুম/বাথরুম/টয়লেট ইত্যাদি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন হোটেল কর্তৃপক্ষ করবে। হ্যান্ড ওয়াশ/টয়লেট পেপার হোটেল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করবে।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনার "হজ প্যাকেজ-০৩ (সাশ্রয়ী) "

ক্রঃ নং	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
১	মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া (মূল ভাড়া+অতিরিক্ত ২%)+১৭.৫০% ভ্যাট): (ক) মক্কা (২৫৫০.০০+৫১.০০)=২৬০১.০০+৪৫৫.১৮=৩,০৫৬.১৮ সৌ.রি. (খ) সালাওয়াত বাস ৩৫০.০০ সৌ.রি. (গ) মদিনা (৪০০.০০+৮.০০)=৪০৮.০০+৭১.৪০=৪৭৯.৪০ সৌ.রি.	৩,৮৮৫.৫৮	১,২৯,০০১.২৬
২	পরিবহন ব্যয় (বাস+ট্রেন, সৌদি আরবে গমনের পর হতে প্রত্যাগমন পর্যন্ত)	১,০০০.০০	৩৩,২০০.০০
৩	জমজম পানি (পাঁচ লিটার বোতল)	২১.০০	৬৯৭.২০
৪	সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ): মিনা ও আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) বাবদ সার্ভিস চার্জ **(তাঁবুর সার্ভিস প্যাকেজ-৩)**	৩,২০০.০০	১,০৬,২৪০.০০
৫	তাঁবু ভাড়া/ক্যাম্প ফি **(মিনা জোন-৫)**	৩১৫.০০	১০৪৫৮.০০
৬	কুরবানী (সৌদি নুসুক মাসার প্ল্যাটফর্মে পরিশোধযোগ্য)	৭২০.০০	২৩,৯০৪.০০
৭	মক্কা/মদিনা অনুমোদিত ক্যাটারিং (খাবার) সার্ভিস	১,১৯০.০০	৩৯,৫০৮.০০
৮	অন্যান্য ফি: (ক) ভিসা ফি : ৩০০.০০ সৌ.রি. (খ) স্বাস্থ্য বীমা ফি: ১০৫ সৌ.রি. (গ) ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (ঘ) শিপিং ও ইন্সুরেন্স ফি: ১৩৫.৭০ সৌ.রি.	৬০০.৫০	১৯,৯৩৬.৬০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপ-মোট:	**১০,৯৩২.০৮**	**৩,৬২,৯৪৫.০৬**

	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:	
১	বিমান ভাড়া: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ	১৩০০০০.০০
২	সার্ভিস চার্জ: আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ ও আইটি সার্ভিস ইত্যাদি	৮০০.০০
৩	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল	৩০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি	৫০০.০০
৫	হজ ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও অন্যান্য খরচ	৮০০০.০০
৬	হজ গাইড	১১০০০.০০
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপ-মোট:	**১৫০৬০০.০০**
	সৌদি ও বাংলাদেশ পর্বের সর্বমোট ব্যয়:	**৫,১৩,৫৪৫.০৬**
	সর্বমোট কথায় ঃ পাঁচ লক্ষ তের হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ টাকা ছয় পয়সা	

বেসরকারি মাধ্যমে হজ প্যাকেজ-০৩ (সাশ্রয়ী) বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাদি :

(ক) হারাম শরীফের বহি:চত্ত্বর হতে হোটেলের দূরত্ব সর্বোচ্চ ০৩ কিলোমিটারের মধ্যে।
(খ) হারাম শরীফে পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে যাতায়াতের জন্য এসি বাসের (সালাওয়াত) ব্যবস্থা।
(গ) মদিনায় মারকাজিয়া (সেন্ট্রাল এরিয়া) এলাকার বাহিরে ১০০০ মিটারের মধ্যে আবাসন।
(ঘ) খাবার ও কুরবানি প্যাকেজের অন্তর্ভূক্ত।
(ঙ) মিনার জোন-৫ এ তাঁবুর অবস্থান ও মিনা-আরাফায় 'প্যাকেজ-০৩' ক্যাটিগরি সার্ভিসসহ মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার সরবরাহ।

সাত্তারা সেন্টার, ১৬তম তলা, ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০
Sattara Center, 15th Floor, 30/A, Nayapaltan, VIP Road, Dhaka-1000
Tel: 58317030, 222228867, 222220868, E-mail: haab01bd@gmail.com, Website: www.haabbd.com

(চ) মক্কার হোটেল বা বাড়ী হতে বাসযোগে মিনার তাঁবুতে এবং মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা-মিনা বাস/ট্রেনযোগে যাতায়াত।
(ছ) এটাচ্ বাথসহ মক্কা ও মদিনায় হোটেলের প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসন।
(জ) কক্ষে/ফ্লোরে রেফ্রিজারেটর ও পানির জারের ব্যবস্থা থাকবে।
(ঝ) রুম/বাথরুম/টয়লেট ইত্যাদি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন হোটেল কর্তৃপক্ষ করবে। হ্যান্ড ওয়াশ/টয়লেট পেপার হোটেল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করবে।

(ক) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজসমূহের সুযোগ-সুবিধা:

(১) মিনা এবং আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার পরিবেশন (২) মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা যাতায়াতের জন্য ট্রেন/বাস (ডাবল ট্রিপ বাস) ব্যবস্থা (৩) মিনা ও আরাফায় সার্ভিস কোম্পানীর ব্যয় কোম্পানীভিত্তিক ভিন্ন রকম হতে পারে (৪) মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ঔষধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান (৫) হজে গমনের পূর্বে হজ ক্যাম্প ঢাকা ডরমিটারিতে বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা ও ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা (৬) হজযাত্রী, মোনাজ্জেম ও গাইডদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান (৭) হজ ও ওমরাহ সহায়িকা, লিফলেট, আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ সরবরাহ (৮) ৪৫ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন গাইড (৯) ঢাকা হতে সৌদি আরবে গমনকারী হজযাত্রীদের বাংলাদেশ পর্বের বোর্ডিং, চেক-ইন ও ইমিগ্রেশন আশকোনা হজ ক্যাম্পে সম্পন্ন হবে (১০) মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় সৌদি আরব পর্বের এ্যারাভাইল ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্ন হবে এবং হজযাত্রীদের লাগেজ বিমানবন্দর হতে হোটেলে পৌছানো হবে।

(খ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের করণীয়সমূহ:

(১) সৌদি আরবে আনুমানিক ৩০-৪০ দিন অবস্থান (২) মদিনায় ৩ হতে ৮ দিন অবস্থান (৩) মুজদালিফায় নিজ ব্যবস্থাপনায় অবস্থান (৪) নিয়মিত সেবন করতে হয় এরূপ ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী (ব্লাড সুগার টেষ্টের ষ্ট্রিপ, নিডিল, ইনসুলিন, ডায়াবেটিক ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনের ঔষধ) চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রসহ কমপক্ষে ৫০ দিনের সঙ্গে নিতে হবে (৫) হজ ক্যাম্প ঢাকায় ফ্লাইটের বোর্ডিং পাস ইস্যু, সিকিউরিটি চেক-ইন এবং বাংলাদেশ অংশের ইমগ্রেশন (৬) হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় মক্কা রোড সার্ভিস এর অধীনে হজযাত্রীদের সৌদি আরবের প্রি-এ্যারাভাইল ইমিগ্রেশন (৭) সৌদি আরবে হুইল চেয়ার ব্যবহারের প্রয়োজন হলে নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হবে (৮) হজক্যাম্প ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা (৯) নিবন্ধনের পূর্বে নিবন্ধন ভাউচারের অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলীতে সম্মত হলে নিবন্ধনের অর্থ জমা প্রদান করবেন (১০) এজেন্সির ব্যাংক একাউন্ট বা সরাসরি এজেন্সিকে টাকা প্রদান করে মানি রশিদ সংরক্ষন করবেন।

(১) প্যাকেজ ঘোষণার পর রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক কোন খাতে খরচ বৃদ্ধি করা হলে তা প্যাকেজ মূল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে পরিশোধ করতে হবে।
(২) আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত নিবন্ধন চলবে।
(৩) **হজ প্যাকেজের অর্থ পরিশোধ:** বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক হজযাত্রী নূন্যতম ৩,৫০০০০/= (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা জমা দিয়ে নিবন্ধিত হতে পারবেন। হজ প্যাকেজের অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ **আগামী ১০ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে অবশ্যই স্ব স্ব এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে জমা করে ই-হজ সিস্টেমে এ ভাউচার তৈরী করে চূড়ান্ত নিবন্ধন করে PID নিতে হবে। নতুবা নিবন্ধন বাতিল হবে।**
(৪) প্রত্যেক হজযাত্রী হজ প্যাকেজের অন্তর্ভূক্ত সুযোগ সুবিধার বিষয়ে অবগত হয়ে এজেন্সির সাথে চুক্তিবদ্ধ হবেন।
(৫) **পাসপোর্ট:** হজযাত্রীদেরকে নিজ উদ্যোগে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে। **যার মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৭ পর্যন্ত থাকতে হবে।** পাসপোর্ট করার জন্য আবেদন করার সময় হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধনে ব্যবহৃত জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্মনিবন্ধনের নম্বর হুবহু লিপিবদ্ধ করতে হবে। সৌদি ভিসা লজমেন্টে জটিলতা দূর করার জন্য পূর্ণাঙ্গ নামে পাসপোর্ট করতে হবে। পাসপোর্টের তথ্য পাতা স্ট্যাপলার পিন দিয়ে গাঁথা যাবে না বা অন্য কোনভাবে ছিদ্র করা যাবে না।
(৬) **হজযাত্রীর বয়সসীমা:** ১৫ বছরের উর্দ্ধে শারীরিক ও মানসিক ভাবে সক্ষম সকল হজযাত্রী পবিত্র হজে গমণ করতে পারবেন।
(৭) **প্রশিক্ষণ:** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং হাব-এর যৌথ উদ্যোগে ২০২৭ সনের হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঢাকা শহরের তিনটি স্থানসহ বাংলাদেশের সকল জেলা সদরে হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। হজযাত্রীগণ অনলাইনে প্রশিক্ষণের স্থান নির্বাচন করতে পারবেন।
(৮) **হাজী হারানো প্রসঙ্গে:** হজযাত্রীগণকে সৌদি আরবে সবসময় গলায় আইডি কার্ড ঝুলিয়ে রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল। তাছাড়া সবসময় দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করা এবং দলছুট না হওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
(৯) **সৌদি আরবের অভ্যন্তরে যানবাহন সুবিধা:** হজযাত্রীদের সৌদি আরবে পৌছার পর জেদ্দা-মক্কা-মদিনা অথবা মদিনা-মক্কা-জেদ্দা ইত্যাদি সকল যানবাহন সেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সৌদি সরকারের নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের।
(১০) **মিনা,আরাফা, মুজদালিফা:** হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা অর্থাৎ মক্কা থেকে মিনা-আরাফা-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা ইত্যাদি সকল যানবাহন নিশ্চিত করা এবং মিনা ও আরাফায় তাবু, খাবারসহ আনুষঙ্গিক সকল সুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সৌদি সরকার নিয়োজিত

পৃষ্ঠা: ৪

মোয়াচ্ছাসার অধিনস্থ মোয়াল্লেম/ক্যাম্প অপারেটরদের। হজ এজেন্সিগুলো তাদের সহিত সমন্বয় করে হজযাত্রীদের এই সেবা নিশ্চিতে কাজ করবে।

(১১) হজ এজেন্সির একাউন্টে সমুদয় টাকা জমাদান ব্যতীত কোন হজযাত্রী মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল কিংবা ফড়িয়াদের হাতে টাকা দিলে সে হজযাত্রী প্রতারিত হতে পারেন। হজযাত্রীগণ মধ্যস্বত্বভোগী, দালালদের সাথে হজে গমণের জন্য কোনরুপ আর্থিক লেনদেন করে প্রতারিত হলে তার জন্য সরকার কিংবা হাব অথবা হজ এজেন্সি দায়ী থাকবে না।

(১২) হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে হজে গমণের সময় বাংলাদেশ অংশের ইমিগ্রেশন, ঢাকা আশকোনা হজ ক্যাম্পে এবং রুট-টু-মক্কা সার্ভিসের অধীনে প্রেরিত হজযাত্রীদের সৌদি আরবের প্রি-এ্যারাভাইল ইমিগ্রেশন, ঢাকা হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সম্পন্ন করা হবে। তাছাড়া চট্টগ্রাম ও সিলেট এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি গমণকারী হজযাত্রীগণের ইমিগ্রেশন চট্টগ্রাম ও সিলেট এয়ারপোর্ট থেকে সম্পন্ন করা হবে এবং সৌদি আরব পর্বের ইমিগ্রেশন সৌদি আরবে সম্পন্ন করা হবে।

(১৩) হজের সার্বিক খরচ ছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিধি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।

(১৪) প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিষেধক টিকার সনদ লাগবে।

(১৫) এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিমানে ভ্রমনকালে কোন হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের অধিক লাগেজ/মালামাল বহন করতে পারবেন না। রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রবিহীন ঔষধ সঙ্গে নেয়া যাবে না। হজযাত্রী গাইড বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি জর্দা, গুলসহ নেশাজাতীয় দ্রব্য চাল, ডাল, শুটকী, গুড় ইত্যাদিসহ খাদ্যদ্রব্য যেমনঃ রান্না করা খাবার, তরি-তরকারী, ফলমূল, পান, সুপারি ইত্যাদি কোনক্রমেই সৌদি আরবে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

(১৬) হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় হজযাত্রীর যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহ, নিবন্ধন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এ বিষয়ে ওয়েবসাইট www.hajj.gov.bd হতে হজ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে।

(১৭) প্রত্যেক হজযাত্রী ২৩ কেজি ওজনের ২টি ব্যাগে সর্বোচ্চ ৪৬ কেজি ও হাত ব্যাগে ৭ কেজি মাল বহন করতে পারবেন এবং ৫ লিটার জম জম এর পানি পাবেন। এক্ষেত্রে, হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সের নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশের এয়ারপোর্টে জমজমের পানি পাওয়া যাবে। হজযাত্রীকে তার এয়ারলাইন্স হতে জমজমের পানি কিভাবে প্রদান করা হবে, তা জেনে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হলো।

বিগত বছরের ন্যায় এবছরও শতভাগ হজযাত্রীদের (সিলেট ও চট্টগ্রাম বাদে) সৌদি অংশের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। "মক্কা-রুট-সার্ভিস-ইনিশিয়েটিভ" এর আওতায় হজযাত্রীদের কল্যাণে প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই সম্পন্ন করা হবে।

আপনারা অবহিত রয়েছেন যে, বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের বলিষ্ঠ ও সময়োচিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে হজ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুচারু ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে আসছে। হজ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হাব নিরলস ও সততার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ হজ ব্যবস্থাপনায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশে সম্পন্ন হওয়ার কারণে হজযাত্রীদের অনেক কষ্ট লাঘব হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

২০২৬ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও হজ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সম্মানিত সভাপতি, **জনাব তারেক রহমান এম. পি** মহোদয় কমিটির সভা করে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। হজ ক্যাম্প ও বিমান বন্দরে হজযাত্রীদের সাথে সাক্ষাত করে তাদের সমস্যা শুনেন এবং তাৎক্ষণিক সমাধানের নির্দেশ দেন। সম্মানিত হজ যাত্রীদের সেবায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এক লক্ষ বোতল পানি সরবরাহ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া আগের চাইতে অনেকাংশে কমে এসেছে। হজযাত্রীদের কল্যানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইতোমধ্যে তিনি সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছেন। আমরা হাব, হজ এজেন্সি এবং সম্মানিত হজযাত্রীদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আপনারা অবগত আছেন যে, ২০২৩ সালে হজযাত্রীর বিমান ভাড়া **১,৯৭,৭৯৭.০০** টাকা ছিল। ২০২৬ সালের হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া **১,৫৪,৮৩০.০০** টাকা থাকলেও হাব এর জোরালো আবেদনের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক নির্দেশনা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিবগণের প্রচেষ্টায় ২০২৭ সালের বিমান ভাড়া **১,৩০,০০০.০০** নির্ধারণ করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় **২৪,৮৩০** টাকা কম।

বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী জনাব কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন (কায়কোবাদ) এম পি** মহোদয় কে। ২০২৬ সালের হজকালীন সময় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিন রাত হজ ক্যাম্পে আবস্থান করে হজযাত্রীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিতে নিরলস কাজ করেছেন। নিজ উদ্যোগে এবং নিজ অর্থে হজ ক্যাম্পে মশার ওষুধ দেওয়ার মেশিন, ওষুধ সরবরাহ, র‍্যাপিং মেশিন দিয়ে বিনামূল্যে হজযাত্রীদের লাগেজ র‍্যাপিংসহ প্রায় ৮৫ জন সেচ্ছাসেবক কে নিজ অর্থে খাবার সরবরাহসহ অনেক অবদান রেখেছেন।

পৃষ্ঠা: ৫

সৌদি আরবেও তিনি স্বশরীরে উপস্থিত থেকে হজযাত্রীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করেছেন। হাব, হজ এজেন্সি ও সম্মানিত হজযাত্রীদের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আফরোজা খানম এম.পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত এম.পি, মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ শামীম কায়সার লিংকন, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর মূখ্য সচিব জনাব এ বি এম আব্দুস সাত্তার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মুন্সী আলাউদ্দিন আজাদ এনডিসি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফাহমিদা আখতার এনডিসি এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দেকে।

এছাড়াও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ আয়াতুল ইসলাম, যুগ্মসচিব জনাব ড. মোঃ মঞ্জুরুল হক, উপসচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউজ্জামান ভূইয়া, মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব ও যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সচিবের একান্ত সচিব জনাব মোঃ মহসিন মৃধা, সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ তফিকুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যাঁরা হাব এর প্রতিটি কার্যক্রমে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পাসপোর্ট অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, মক্কাস্থ কাউন্সেলর হজ জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম, কনসাল (হজ) জনাব মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম এবং জেদ্দাস্থ কনসাল জেনারেল সহ পবিত্র মক্কা-মদিনায় হজ কার্যক্রমে নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ কৃতজ্ঞতা ঢাকা হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এর নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাগীব সামাদ এর প্রতি।

হজযাত্রীদের অকৃতিম সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য রাজকীয় সৌদি দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ জাফর এইচ. বিন আবিয়াহ এবং দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা আশাকরি ২০২৭ সালের হজেও সৌদি দূতাবাসের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

হজ্জ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এর বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সকল সম্মানিত হাব সদস্য ও জোনাল কমিটির সকল নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

ইতিমধ্যে ফেইসবুক সহ বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় লাইসেন্স বিহীন বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা, বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি (সেলিব্রেটি) লোভনীয় অফার দিয়ে হজযাত্রী সংগ্রহ করছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হজযাত্রীগণ প্রতারিত হচ্ছেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আমরা আপনাদের মাধ্যমে সকল ধর্মপ্রান হজ গমণেচ্ছু ভাই ও বোনদের, হজ লাইসেন্স এর মালিকানা যাচাই না করে কোনরকম চুক্তিবদ্ধ কিংবা আর্থিক লেন-দেন না করার জন্য অনুরোধ করছি।

সুশৃংখল হজ ব্যবস্থাপনার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মধ্যস্বত্বভোগী। সম্মানিত হজযাত্রীগণ যাতে সরাসরি বৈধ এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করে প্রতারণা ও হয়রানী মুক্ত সেবা পান সে লক্ষ্যে প্রত্যেক বছর আমরা জাতীয় পর্যায়ে হজ ও ওমরাহ মেলার আয়োজন করে থাকি। এ বছর আগামী ৩০, ৩১ জুলাই ও ১লা আগষ্ট, ২০২৬ বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় পর্যায়ে হজ ও ওমরাহ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এ মেলা সফল করার জন্য আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিকস ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের আন্তরিক সহযোগিতায় হজ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সুশৃঙ্খল ও সফলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় ২০২৬ সালের হজ অতীতের যেকোন বছর থেকে সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা আশাকরি ২০২৭ সালের হজেও আপনাদের এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। সংবাদ মাধ্যমের নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য হাব এর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমরা আশা করি সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হউন।

আল্লাহ্ হাফেজ ॥

ফরিদ আহমেদ মজুমদার
মহাসচিব

সৈয়দ গোলাম সরওয়ার
সভাপতি

সাত্তারা সেন্টার, ১৬তম তলা, ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০
Sattara Center, 15th Floor, 30/A, Nayapaltan, VIP Road, Dhaka-1000
Tel: 58317030, 222228867, 222220868, E-mail: haab01bd@gmail.com, Website: www.haabbd.com